দৈনিক সংবাদ

তারিখ 0 3 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

97

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন হয়েছে গত সপ্তাহে। আগামী বছরের জুন পর্যন্ত পূর্তি উৎসব চলবে। ডাকসু, হল সংসদ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবও অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পঁচাত্তর বছর পূর্তির উৎসব যেভাবে করা উচিত, আশা করি তাতে উৎসাহের কোন ঘাটতি হবে না। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় শুধু উচ্চতর শিক্ষা কর্মকান্ডকেই বিস্তৃত করেনি, এ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনেও স্পষ্ট ও গভীর প্রভাব রেখেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ গড়ে তোলার পাশাপাশি এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছে রাজনীতি ও অধিকার সচেতন মানুষের দল; এই দল প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে একটি দলিত ও বঞ্চিত জাতির মাঝে। এভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছে নিছক একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল সমাজের একটি প্রয়োজনীয় উপাদানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলা হয়ত বাড়াবাড়ি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরোক্ত অবদানগুলো কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

তবে সত্য যে, একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কেবল অতীত গৌরবগাথাই তার বেঁচে থাকার অবলম্বন হতে পারে না। একথা বর্তমানে নানা দিক থেকে নিদারুণ সমস্যাকবলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আরও বেশি করে সত্য। জাতিকে বুদ্ধিবৃত্তিক দিশা দেয়ার কাজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর করছে কিনা, করলে কতটা করছে তা নিয়ে পন্ডিতরা তর্ক করবেন। কিন্তু আমরা দিনকে দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত যেসব ঘটনাবলীর মুখোমুখি হচ্ছি তাতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণ মানুষের আগেকার সশ্রদ্ধ মনোভাব রক্ষা করা কঠিন।

সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল কার্যক্রম জিম্মি হয়ে পড়াই হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পরিচয়। রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ সংগঠন ছাত্র গ্রুপগুলোর মধ্যে হানাহানির প্রবণতা ছিল স্বাধীনতার পর থেকেই। কিন্তু এই হানাহানির রাজনীতি তীব্র হয়েছে, ভিত্তি পেয়েছে মূলত অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতার হাত বদলের প্রতিটি ঘটনার পর। হানাহানির এই রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে শুধু হুমকির মুখে ঠেলে দেয়নি, প্রতিষ্ঠানটির গোটা পরিবেশকে করে তুলেছে দূষিত। আজ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির কোন উন্নতি নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই নেতিবাচক পরিবর্তনকে কেন প্রতিহত করতে পারলেন না, আমরা চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁচাত্তর বছর পূর্তি উৎসবে তারই মূল্যায়ন হোক বেশি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে দলীয়করণ করা হচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম হচ্ছে—এসব অভিযোগ বারবারই উঠছে কেন তা নিয়েও খোলাখুলি মত ব্যক্ত করার সুযোগ রাখা হোক সেমিনার সিম্পোজিয়ামে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বায়ত্তশাসন' ধারণাটি আজকের সময়ে কিভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয়, ছাত্রসংখ্যা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, শিক্ষকদের দায়িত্ব পালন ও দায়বদ্ধতা, নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতিকে মনীষায় এগিয়ে নিতে কি ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ প্রয়োজন- এ সবই হতে হবে আলোচনার বিষয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হারিয়ে যাওয়া অবস্থান ও ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনাই হোক পঁচাত্তর বছর পূর্তি উৎসবের শপথ। তাহলেই কেবল সফল ও সার্থক হতে পারে এ উৎসব।